ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৬৪৯
আগরতলা, ১২ জানুয়ারি,২০১৯

মণিপুরী সমাজের দায়বদ্ধতা
তাদের সংস্কৃতিকে আরও বিকশিত করছে ঃ বনমন্ত্রী

মণিপুরীদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভারত বিখ্যাত। নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি মণিপুরী সমাজের দায়বদ্ধতা তাদের সংস্কৃতিকে আরও বিকশিত করছে। গতকাল ৫ দিনব্যাপী পুঁথিবা লাই-হারাওবা উৎসব ও মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথাগুলো বলেন বন ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পুঁথিবা লাই-হারাওবা কমিটি এবং পুঁথিবা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারেল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে অভয়নগরের পুঁথিবা দেবতাবাড়ি প্রাঙ্গণে গত ৭ জানুয়ারি থেকে এই উৎসব ও মেলা শুরু হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী আরও বলেন, রাজন্য শাসনকাল থেকেই এরাজ্যের সাথে মণিপুরী সমাজ ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে যা পুঁথিবা লাই-হারাওবা ও রাসের মত উৎসব ও মেলার মাধ্যমে আরও দৃঢ়তর হচ্ছে। এই ধরণের উৎসবের আয়োজনে মানুষের মেলবন্ধন বাড়ে। যা রাজ্যের সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা আশুদেব দাস। সমাপ্তি অনুষ্ঠানটিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুঁথিবা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারেল সোসাইটির সচিব দীপক সিংহ এবং সভাপতিত্ব করেন পুঁথিবা লাই-হারাওবা উৎসব কমিটির সভাপতি এন নিরঞ্জন দত্ত।

উল্লেখ্য, ৭ থেকে ১১ জানুয়ারি এই ৫ দিনব্যাপী উৎসব ও মেলার প্রতিদিন সন্ধ্যায় ত্রিপুরা ও মণিপুরের বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া ১০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় স্থানীয় মণিপুরী সমাজের লোকেরা পুঁথিবা দেবতাকে নিয়ে নগর পরিক্রমাও করেন।

****